দৈনিক ইনকিলাব

185
তারিখ 22 DEC 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পিতামাতা শিশুর প্রথম শিক্ষক

আরজিনা রহমান

[দ্য স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস চিলড্রেন নাইনটি নাইন এডুকেশন অবলম্বনে।]

শিক্ষা মানুষকে করে উন্নত। মহিমান্বিত। গৌরবান্বিত। সুশিক্ষা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে টেনে নিয়ে যায়। তাই বিশ্বের প্রতিটি দেশই এখন শিক্ষার ব্যাপারে সক্রিয় ও সজাগ। এমন কি উন্নয়নশীল দেশগুলোও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই।

সন্তান-সন্ততিকে সুশিক্ষিত ও সচেতন সামাজিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে একটি গৃহ ও পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশুর জন্মের পরই তার সুন্দর জীবন কামনা করে তাকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার আয়োজন চলে এবং বিদ্যালয়ে যাবার পূর্ব প্রস্তুতির কাজ গৃহেই সম্পন্ন হয়। এ ব্যাপারে অভিভাবকগণ সন্তানের স্কুল ও তার পরবর্তী জীবনটা যেন সুন্দর ও বুদ্ধিসম্পন্ন হয় এ জন্য তার প্রখর অনুভূতি, আবেগ, সামাজিক সচেতনতা ও বাহ্যিক গুণগুলো বিকশিত হতে যত্নশীল হয়ে ওঠেন।

সংস্কৃতি হলো জ্ঞান বিকাশের উন্নত মাধ্যম। শিশুর একটি বয়স আছে যখন তারা সহজেই সাধারণ জ্ঞানগুলো সংস্কৃতির মাধ্যমে আয়ত্বে আনতে পারে। এ জন্য প্রয়োজন শিশুকে অত্যধিক যত্নদান ও সে যেন সঠিকভাবে গড়ে উঠে সে ব্যাপারে সাহায্য করা। এদিকে বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিশু যত্নের ধরনও পাল্টে যাচ্ছে। বিশেষ করে যারা শিশুর নতুন অভিভাবক হতে যাচ্ছেন তাদের কাছে। আরলি চাইল্ড হুড কেয়ার এন্ড ডেভেলপমেন্ট নামক একটি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা হলেন ডঃ রবার্ট মায়ার্স। তার মতে, অভিভাবকগণ শিশুর যত্নের ব্যাপারে চিরাচরিত নিয়ম পালন করছেন– এটি ভাল কিন্তু নতুনত্বকে তারা যে স্বীকৃতি দিতে চাচ্ছেন না– এটি ঠিক নয়।

তবে এটি একটি সুখবরের বিষয় যে, ইউনিসেফ ও লাটিন আমেরিকান এপিসকোপাল কনফারেন্স অবহিত হয়েছে যে, অধিকাংশ অভিভাবকই শিশু যত্নের নতুন তথ্যের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী। শিশু যত্নের নতুন পদ্ধতি সারা বিশ্বেই জাগরণ এনেছে। অভিভাবক ও শিশু যত্ন কেন্দ্রগুলো নতুন পদ্ধতির ব্যাপারে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছে। এ জন্যে বিশ্বব্যাপীই আন্দোলন শুরু হয়েছে। সুদূর কিউবা হতে ইন্দোনেশিয়া, চীন হতে তুরস্ক কোন দেশই এতে পিছিয়ে নেই। তারা এই নতুন পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করে তুলতে খুবই আগ্রহী। কারণ কম খরচে চলমান নেটওয়ার্কের মাধ্যমেই তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নাগালের মধ্যে পাচ্ছেন।

নতুন পদ্ধতির ফলাফল সুন্দর ও আশাব্যঞ্জক। মেক্সিকোতে প্রায় বার লক্ষ শিশুকে নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব শিশুর বয়স তিন বছরের নীচে। নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতিতে গতানুগতিক সাজা-শাস্তি অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। এসব নন ফরমাল প্রোগ্রাম ইউনেসেফের সহযোগিতায় সে দেশের সরকার কার্যকর করছে। শিশু যত্নশীলদের মধ্যে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন সেসব দেশের একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও শুধু মায়েরাই নয় পিতারাও শিশু যত্নের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

তুরস্কে অনানুষ্ঠানিক ও বহুমুখী শিক্ষা ক্ষেত্রে পিতা-মাতার প্রশিক্ষণকে শিশু শিক্ষা ক্ষেত্রে মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ পিতামাতা কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যায় এবং ক্লাসে মনোযোগী হয়। দলীয় আলোচনাকালে শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সৃষ্টিধর্মী খেলাধুলা এবং মা ও শিশুর সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়। পাইলট প্রজেক্টের প্রথম ফলোআপ গবেষণায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মায়ের সঙ্গে প্রশিক্ষণহীন মায়ের বিরাট পার্থক্য ধরা পড়েছে। এছাড়া আরো আশার বিষয় এই যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিবারের শিশুরা স্কুলে বেশীক্ষণ থাকে বলে গবেষণায় জানা গেছে। তুরস্কের শিক্ষামন্ত্রীর সহযোগিতায় এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সময় আরো বাড়ানো হলে দেখা যায় যে, এতে প্রায় বিশ হাজার জোড়া মা-শিশু অংশ নিয়েছে।

কলাম্বিয়াতে প্রমেসা নামে একটি প্রকল্পে ২ হাজার গ্রামীণ পরিবারের ওপর ১৫ বছর প্রশিক্ষণ কাজ চালায়। এতে দেখা যায় যে, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মায়েরা তাদের শিশুদেরকে স্কুলে যাবার উপযোগী করার জন্য গৃহে তাদের শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করেন। আনন্দ করেন। এভাবে তারা তাদের শিশুদের স্কুলে যেতে দৈহিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত করে গড়ে তোলেন। এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মায়েরা শিশু যত্ন, পুষ্টি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ এবং আত্ম কর্মসংস্থানের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকেন।

ফিলিপাইনে প্যারেন্ট ইফেকটিভনেস সার্ভিস নামে একটি প্রকল্প রয়েছে। এ প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবীরা শিশুদের পিতা-মাতার সঙ্গে নিয়মিতভাবে দলীয় আলোচনায় অংশ নিয়ে থাকেন। পরিশেষে এ প্রকল্পের কাজের পুনর্মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, নিয়মিতভাবে দলীয় আলোচনায় পিতা-মাতারা তাদের শিশুদের স্বাস্থ্য সচেতনতা, সন্তানের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, শিশুদেরকে নিয়ম শৃংখলা দানে জ্ঞান আহরণ ও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে।

ফিলিপাইন বেতারে পিতা-মাতাদের নিয়ে ৩০ মিনিটের ফিলিপিনো ফ্যামিলি অন দ্য এয়ার নামে একটি প্রোগ্রাম হয়। এ প্রোগামে শিশু অধিকার, শিশু যত্ন, শিশু ও গণমাধ্যম এবং শিশু অপরাধের ওপর ২৬টি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

শিশু যত্ন কেন্দ্রগুলোর অবর্তমানে পিতা-মাতাদের শিশু শিক্ষাদান কর্মসূচী অত্যন্ত জোরালো ও কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। শিশুর বেড়ে ওঠার বয়সে পিতা-মাতার সুশিক্ষা ও আদর-যত্ন অভূতপূর্ব ফল বয়ে আনে। শিশুরা পিতা-মাতার আদর-যত্ন যতই গ্রহণ করবে তার সুন্দর বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে দেশের আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে এর সুফল ও মঙ্গল ততই বয়ে আনবে।